ভ্রমণের গল্প
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

২.
অন্ধরাত্রি। ঘনতর মেঘ। বৃষ্টি আসে। সে কি আসে?
উঠোন পেরিয়ে আমি চলে যাচ্ছি পথে। প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই।
কখনো সে আসে নি তো। আমি তার দরোজার পাথরে পাথরে ঢেলেছি আতর।
বলেই যাই শরীর শরীর নিয়ে কুসুমের কান্নাজল নেই। প্রেম নেই। ছক আছে।
গন্ডি আছে। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ পড়ে নেওয়া আছে।
উঠোন পেরিয়ে আমি চলে যাচ্ছি পথে।

৩.
সেদিন নামে পাহাড়তলী গ্রামে নরম রাত
নিজের সঙ্গে নিজের হল ছোটিসি মুলাকাত
কেউ দাঁড়িয়ে ছায়ার মত গাছের পাশাপাশি
বাতাস বলে আমার চেনা স্নিগ্ধ আদিবাসী
সরল হাসি ঝোরার মত ঝরতে থাকে নিচে
অন্ধ রাত্রি আমাকে ঢাকে অন্ধকারের পিচে
আমি মূর্খ মুখোশ পরে কী করে ভালোবাসি!

একটি কারণ
অরুণকুমার চক্রবর্তী

কাম বলে, বাউল হবো, রাধারাণীর সঙ্গ পাব
ক্রোধ বলে, বাউল হবো, কৃষ্ণের হাতের বাঁশি পাবো
লোভ বলে, বাউল হবো, রাধার পায়ের ঘুঙুর নেবো
মোহ বলে, বাউল হবো, রাধার নাকের নোলক পাবো
মদ বলে, বাউল হবো, কৃষ্ণের মাথার পালক হবো
মাৎসর্য বলে, বাউল হবো, রাথাকৃষ্ণের বাসর হবো

বাউল বলে, একি কান্ডকারখানা
এ যে মজার ভাবোনা
গুপ্তভান্ড খুলে গেলে
ভাবভান্ডে থাকবে দেহ
দেহভান্ডে থাকবে না
আগুন তাপে বিভেদ হোলে
রাধা রান্না করবে না
সব রান্না এমনি হবে
সবাই প্রসাদ এমনি পাবে
সব কার্যে এক কারণ হবে
সাধক ছাড়া জানবে না...

তোমার ঘর

আশিস মিশ্র

১.
তোমার ঘরের দুটি কক্ষ দু'রকম হয়ে যায়
দুপুরে ও সন্ধ্যায়।
যে কক্ষ তোমার নিজের মতো করে সাজানো
সেই কক্ষে আমার প্রবেশ নিষেধ।
সেই কক্ষে মাঝে মাঝে দু'একটা প্রজাপতি খেলা করে
রাগিয়ে দেয় দু'একটা মৌমাছিও
ভুল করেও সেই কক্ষে কখনো বাঘ কিম্বা সাপ ঢুকে পড়েনি
সেই কক্ষের গন্ধ যতটা তোমার কাছে সহজ
আমার কাছে তা খুবই কঠিন।

২.
অন্য কক্ষটি খুবই খোলামেলা
তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝে সেখানে একটু আড্ডা দেওয়া যায়
বিছানায় একটু এলিয়ে দাও শরীর
তারপর শোনাতে থাকো তোমার পছন্দের কবিতা
আমি তখন মগ্ন পাঠক
এ কক্ষের গন্ধ হাওয়া কীট পতঙ্গরাও জানে
গোপন পাপ-পুণ্যের কথা
আড্ডার শেষে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে
তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান
স্পষ্ট হয়ে ওঠে কক্ষদুটির ছবি ও ভাব।
অবশ্য দুটি কক্ষে তোমার দু'রকম অবস্থান
আমাকে আরও আলোড়িত করে
ঘর থাকে ঘরের মধ্যে
কেবল তুমি বদলে যাও এক কক্ষ থেকে
আর এক কক্ষে এলে।

রাতের দুয়ার খুলে

অমিতাভ শঙ্কর রায়চৌধুরী

ও রাত আমার বুকে আগুন
তোমার বুকে জ্যোৎস্না
তা দিয়ে মোর ঘর-আঙিনা
আলোক ঝরা হোক্ না!

অন্ধকারে হেঁটো পথের
হদিশ মেলা ভার
রক্ত লালে হারায় যে পথ
দাও ঠিকানা তার!

ও মাঠ তোমার বুক ভরা ধান
আমার বুকে ক্ষুধা
কেমন করে বলনা পাব
নোনা ঘামের সুধা?

আঁধার রাতেই ডানা মেলে
স্বপ্ন সবার চোখে
হাট করে দোর খুললে রাতের
পাবো যে সূর্য কে!